মাশরুম চাষে সফল কুষ্টিয়ার সাইফুল, মাসিক আয় লাখ টাকা

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, বার্তা২৪.কম, কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫, ৯:৫৬ এএম
আপডেট: শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৬ এএম

মাশরুম চাষ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবক

কুষ্টিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সাইফুল ইসলাম নামের এক যুবক। তিনি এখন মাশরুম সাইফুল নামেই পরিচিত। নিজে সাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি এলাকার বেকারদেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে পাঁচশ' বেকার তার কাছ থেকে প্রশিক্ষিত হয়েছেন।

মাশরুম চাষে সফল সাইফুল ইসলাম কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বাসিন্দা। প্রতিমাসে আয় করছেন লাখ টাকার ওপরে।

সাইফুল ইসলাম বলেন, ২০১৮ সালে মাশরুম চাষ শুরু করি। আমি বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করেছি। চাকরি হারিয়ে বাড়ি ফিরে এসে একটি ব্যবসা শুরু করি। সেখানে লোকসান খেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ি।

তিনি আরও বলেন, তখন চাকরিতে থাকা অবস্থায় মাশরুমের একটা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। শুরু করি মাশরুম চাষ। বাড়ি ফিরে মাত্র ছয় হাজার টাকা ধার করে একশ'টি স্পন (মাশরুম চাষে ব্যবহৃত মাইসেলিয়ামযুক্ত বীজ) নিয়ে শুরু করেন চাষ।

বর্তমানে সাইফুল ইসলামের অধীনে কাজ করেন ১৫ জন শ্রমিক। সেইসঙ্গে তার কাছ থেকে পাঁচ শতাধিক মানুষ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে মাশরুম চাষ করেছেন।

এছাড়া প্রতিনিয়ত নতুন ও তরুণ উদ্যোক্তারা এসে তার কাছ থেকে মাশরুমের উৎপাদন কৌশল শিখছেন। একসময় যাকে 'ব্যাঙের ছাতা তৈরির কারিগর হিসাবে' বন্ধুরাও দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন সেই সাইফুল এখন হাজারো মানুষের স্বপ্নদ্রষ্টা।

কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম সাদ্দাম বাজার মোড়ের সদর হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তার শুরুতেই সাইফুল ইসলামের মাশরুমের দোকান। মাশরুমের তৈরি বিভিন্ন মুখরোচক খাবার তৈরি হয় এখানে। সেই সঙ্গে মাশরুম এবং ড্রাই ও পাউডার আকারেও বিক্রি করা হয়। দুজন কর্মচারী মাশরুমের খাবার তৈরি করতে সবসময় ব্যস্ত থাকেন। মালিক সাইফুল ইসলাম বসে হিসাব দেখাশোনা করেন।

তিনি বলেন, 'শুরুর সময়ে কোনো টাকা ছিল না। খুবই কষ্ট করে মাত্র ছয় হাজার টাকা ধার নিয়ে আমি মাশরুম চাষ শুরু করি। সাভার মাশরুম সেন্টার থেকে একশ' পিস স্পন কিনে আনি। বর্তমানে আমার প্রতি চালানে আট হাজারের মতো স্পন তৈরি হয়। ১৫ হাজারের মতো স্পন রাখার স্থান রয়েছে আমার খামারে। নিজের খামারে আমি মাশরুমের মাদার, স্পন এবং টিস্যু কালচার করি। '

সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমার এখানে ১৫-১৬ জন কাজ করে। প্রতিদিন ৪০-৬০ কেজি মাশরুম উৎপাদন হয়। প্রতিকেজি দুশ' টাকা করে বিক্রি করি। এছাড়া একটি বিক্রয় কেন্দ্র করেছি। সেখানে দুজন শ্রমিক কাজ করেন। তারা মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন মুখরোচক খাবার তৈরি করেন। শুরুতে মাশরুম বিক্রি করতে পারতাম না। তবে বর্তমানে মাশরুমের যে চাহিদা তাতে ড্রাই করার মতো সময় পাই না। ড্রাই করতে পারলে বিদেশে রফতানি করা যায়।'

তিনি জানান, বর্তমানে তার প্রায় ২৬ লাখ টাকার মতো মূলধন সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিমাসে আমার এক লাখ টাকার ওপর আয় হয়। সারাদেশে মাশরুমের বীজ সরবারহ করতে চাই। যার মাধ্যমে ৬০ থেকে ৮০ হাজার মানুষের বেকারত্ব দূর করতে পারবো।

তিনি বলেন, আমার এখান থেকে প্রায় পাঁচশ'জন হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর মধ্যে দশ শতাংশ টিকে রয়েছেন, যারা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করছেন। তবে, নারীরা ঘরে বসে এ মাশরুম চাষ করতে পারছে বিধায় তারা বেশি উদ্‌বুদ্ধ হচ্ছেন।

কৃষি অফিসের পরামর্শ ও সহায়তার কথা উল্লেখ করে সাইফুল ইসলাম আরো বলেন, ‘আমার এ মাশরুম চাষ, বাজারজাত এবং পরামর্শ দিয়ে সর্বক্ষণিক সহযোগিতা করছে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প। এ প্রকল্প থেকেই আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি মাশরুম চাষ ও বাজারজাত করণের ওপরে। তারা আমাদের বিক্রির ব্যবস্থা করছে। সেইসাথে আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনামূল্যে দিয়েছে। আগামীতে ড্রাই করা এবং প্যাকেট করার জন্য কিছু মেশিনারিজ বিনামূল্যে দেওয়ার কথা রয়েছে, সেগুলো পেলে আরো উপকৃত হবো। ’

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসে সাইফুল ইসলামের মাশরুম খামার দেখতে। তাদের মধ্যে একজন কুমারখালীর মোস্তাফিজুর রহমান।

তিনি বলেন, আমি সাইফুল ভাইয়ের মাশরুম খামার দেখতে এবং এখান থেকে শিখতে এসেছি। নিজ বাড়িতে এ ধরনের একটি খামার করার ইচ্ছা আছে। শুনেছি এটি বেশ লাভজনক। এজন্য আমি শিখতে এসেছি। আমার মতো অনেকেই আসছেন।

সাইফুল ইসলামের কাছ থেকে মাশরুম চাষ শিখে বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু করেছেন কুষ্টিয়ার জগতি এলাকার শিরিনা আক্তার। তিনি মোবাইলে ইউটিউব থেকে সাইফুল ইসলামের কাছে মাশরুম চাষ সম্পর্কে শিখে নিজেই এখন মাশরুমের স্পন (বীজ) তৈরি করছেন এবং চাষাবাদ করছেন।

শিরিনা আক্তার বলেন, আমি গৃহস্থালীর কাজের পাশাপাশি কাঁথা সেলাই করতাম। এখন মাশরুম চাষ করছি। আমার বাড়িতেই ছোট একটি ঘরে ৫০০ প্যাকেট মাশরুমের স্পন দিয়ে চাষ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে মাশরুম বিক্রি শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে আমার খরচ হয়েছে ২০ হাজার টাকার মতো। আশা করছি আমি ৫০ হাজার টাকার মাশরুম পাবো এই মৌসুমেই। এটি বাড়িতে করা যায় এবং নারীরাও বেশ সহজেই করতে পারে।

স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাসিম রেজা বলেন, মাশরুম চাষের জন্য আলাদা করে জমির প্রয়োজন হয় না। বাড়িতেই এ চাষ করা যায়। আমরা যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা দিচ্ছি। এই এলাকায় সাইফুলের দেখাদেখি ৩০ জন কৃষক-কৃষাণি মাশরুম চাষে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে চাষ করছেন।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রুপালী খাতুন বলেন, আমরা মাশরুম চাষ সম্প্রসারণে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় সাইফুল ইসলামকে চাষি প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করি। সেইসাথে তাকে একটি মাশরুমের প্রদর্শনী প্রদান করি। যার মাধ্যমে তিনি বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম উৎপাদন করছেন। তিনি ইতিমধ্যে শহরে একটি সেল্স সেন্টারের মাধ্যমে মাশরুম বিক্রি করছেন এবং বিভিন্ন মুখরোচক খাবার তৈরি করে বিক্রি করছেন।

যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিচালক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি সবজি। এটির চাষাবাদ খুবই লাভজনক। আমরা এ চাষ সম্প্রসারণে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী প্রদান করছি। সেই সাথে বাজারজাতকরণে সার্বিক সহযোগিতা করছি। ’তিনি আরও বলেন, ‘কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সাইফুল ইসলাম আমাদের একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা। তিনি আমাদের সহযোগিতায় মাশরুম উৎপাদন করে নিজেসহ এলাকার অনেক মানুষের কর্মস্থান সৃষ্টি করেছেন। ’